সুপ্রিম কোর্টে বহাল সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি— ফের আইনী হোঁচট খেল রাজ্য সরকার। সোমবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট সন্দেশখালি ঘটনার পরিপেক্ষিতে দুটি মামলায় সিবিআই তদন্ত বহাল রাখলো। সন্দেশখালি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিমকোর্ট। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্ত নির্দেশ খারিজ করার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনকে নিয়ে বক্তব্য রদ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার জানায়, 'ইডি সন্দেশখালি যাওয়ার আগে রাজ্যকে জানায়নি। কেন্দ্রীয়বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ঘটনা ঘটেছে। এরপরও রাজ্য পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত ২টি মামলা করেছে। কলকাতা হাইকোর্ট তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল, তাই শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করা যায়নি। এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমের চাপ বাড়তে থাকে। রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা বলে অভিযোগ করা হয়। যা ঠিক নয়। হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়'। রাজ্য এর তরফে আরও জানানো হয়, 'শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে মোট ৪২টি এফআইআর হয়েছে। শাহজাহান-সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্য সরকারই আদালতে গিয়ে ব্যাখ্যা চায়'। রাজ্যের দাবি, "দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রাজ্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনছে সিবিআই।" রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের পর্য্যবেক্ষণে আপত্তি তোলেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। সিবিআই-এর তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু বলেন, 'রেশন দুর্নীতির তদন্তে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। তারপর মারাত্মক ঘটনা ঘটে'। সিবিআই-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়, 'শাহজাহানের বিরুদ্ধে ৪২টি মামলা সত্ত্বেও গ্রেফতার করা হয়নি। শেখ শাহজাহান প্রভাবশালী নেতা। স্থানীয় পুলিশের মদত ছাড়া শাহজাহানের লুকিয়ে থাকা অসম্ভব ছিল। এখন আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু করলেও গুরুত্বপূর্ণ নথি দেওয়া হচ্ছে না'। তারপরই সুপ্রিম কোর্ট-এর ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখলো।

আজই নির্বাচনী বন্ডের তথ্য জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে

একের পৃষ্ঠার পর

প্রসঙ্গত ২০১৯-এর ১২ এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ৬ মার্চের মধ্যে আদালতের কাছে তুলে দেওয়ার কথা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার। কিন্তু ৬ মার্চের মধ্যে তথ্যপ্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে জানায় এসবিআই। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে আইনজীবী হরিশ সালভে বলেন, তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্কের আরও সময় দরকার। বিষয়টি নিয়ে সংবেদনশীলতার দিকটি তুলে ধরেন হরিশ সালভে। কারণ অনুদান প্রদানকারীর নাম ব্যাঙ্কের কিছু শাখায় সিল করা খামে রাখা থাকে। সেই জায়গা থেকে সময় চেয়ে নেওয়ার আর্জি জানান এসবিআইয়ের তরফের আইনজীবী। একথা শুনে পাল্টা কোর্ট বলেছে, 'আমরা চেয়েছি এসবিআই অনুদান প্রদানকারীদের তথ্য সামনে রাখুন। আপনারা আমাদের নির্দেশ কেন পালন করছেন না?'

মামলায় সুপ্রিম কোর্টের থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশের মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি রাখে এসবিআই। এই আর্জি শুনে সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'গত ২৬ দিন কী করছিলেন? আপনাদের আবেদনে এই নিয়ে কিছু লেখা নেই। সমস্ত তথ্য সম্বলিত সিল করা খাম আপনাদের শুধু খুলতে হবে। আর তথ্য পেশ করতে হবে।'

পাশাপাশি, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ড নিয়ে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা কেন মানা হয়নি, তার জন্য কেন আদালত অবমাননা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া করা হবে না, সেই বিষয়ে হলফনামা দিয়ে এসবিআইকে জানাতে নির্দেশ দেয় আদালত। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের জমা দেওয়া হলফনামাও কমিশনকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ।

সিএএ কার্যকর হতেই ঠাকুরনগরে উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি— দেশজুড়ে সিএএ আইন কার্যকরী করার খবর পাওয়ার পরই আনন্দে মেতে উঠলেন ঠাকুরনগরের মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ জন। সোমবারেই কার্যকর হবে সিএএ, এই খবর রটতেই ঢাক-ঢোল নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই যোগ দেন উৎসবে। ২০১৯ সালের ১২ জানুয়ারি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস হয়। লোকসভা ও রাজ্যসভার উভয়কক্ষে। এরপরেই শুরু হয় নানা টানাপড়েন। অবশেষে আইন পাশ হওয়ার দীর্ঘ ৪ বছর পর সেই আইন কার্যকরী হল। ২০১৯ সালে পাশ হওয়া এই আইনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা ভারতে নাগরিকত্ব পাবেন। আপাতত ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া এই সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিন পনেরো আগেই ঘোষণা করেছিলেন, নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকর হবে দেশে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। তার আগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হয়ে গেল দেশজুড়ে।

ইডির উপর হামলায় শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা-সহ হেফাজতে তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি— সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন শাহজাহান শেখ-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা জিয়াসুদ্দিন মোল্লা। তিনি সরবেড়িয়া-আগরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এ ছাড়া গ্রেফতার করা হয়েছে দিদারবক্স মোল্লা এবং ফারুক আকুঞ্জি নামে শাহজাহানের আরও দুই শাগরেদকে।

গত ৫ জানুয়ারি রেশন মামলার তদন্তে শাহজাহানের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। কিন্তু ইডির আধিকারিকদের উপরে হামলার অভিযোগ ওঠে শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওই দিনের ঘটনায় জিয়াউদ্দিন-সহ আরও কয়েক জন নেতা সিবিআইয়ের সন্দেহের তালিকায় ছিলেন। সোমবার নোটিস দিয়ে জিয়াসুদ্দিন, দিদারবক্স এবং ফারুককে ডেকে পাঠানো হয় কলকাতার নিজাম প্যালেসে। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে। জিয়াসুদ্দিনের আইনজীবী জানান, সন্ধ্যা ৬টায় তিনি সিবিআইয়ের কাছে খবর পান যে তাঁর মক্কেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

'অভিষেক স্ট্র্যাটেজি'-তে নয়া টার্গেট তফশিলি ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিজের স্ট্রাটেজিতে একের পর এক বাজিমাত করছেন তৃণমূলের যুবরাজ অর্থাৎ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। এবার তাঁর নিশানায় তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের ভোট। তফশিলি জাতি, উপজাতি শ্রেণিভুক্তদের নিয়েই একটি দল গঠনের পরিকল্পনা করছে ঘাসফুল। এই দল তৈরী হচ্ছে এক বিশেষ কাজে। নির্বাচনের প্রাক্কালে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের এলাকায় গিয়ে প্রচার চালাবে এই বিশেষ দল। সেই বিষয়েই বৈঠকের ডাক তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। পরিকল্পনা মাত্রই কাজ! বৈঠক হচ্ছে ১২ মার্চ অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার, নজরুল মঞ্চে।

বিরোধীদের জব্দ করতে বহু ফন্দি এঁটেছেন দলীয় যুবরাজ, তাতে সফলও হয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন তিনি। দল এবং দলের প্রতি কাজকর্মকে জোরদার করতে অঞ্চল ও ব্লক সভাপতি এবং বুথ সভাপতিদের পারস্পরিক আলোচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এবার তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের মন জয় করতে ময়দানে নেমেছেন অভিষেক।

এ প্রসঙ্গে অভিষেক জানিয়েছিলেন, যেসব অঞ্চলে তৃণমূল বিধায়ক নেই, সেখানে ব্লক সভাপতিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উপযুক্ত, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াকু এমন ১০ জন তফশিলি জাতি ও ৫ জন তফশিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্তের নাম পাঠাবেন। তারপর এই ১৫ জন বিজেপির অরাজকতার কথা তুলে ধরবে তফশিলি জাতি ও উপজাতি মানুষের কাছে। এক্ষেত্রে তিনি আরো বলেন, বাংলার প্রতিটি বুথ থেকে চারটি করে নাম ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দলের কাছে পাঠাতে হবে। যার মধ্যে থাকবে মাদার সংগঠন থেকে দু'জন, মহিলা সংগঠন ও যুব সংগঠন থেকে একজন। সুতরাং কাজে বিলম্ব হয়নি, অভিষেকের নির্দেশ মতো সেই নাম জনপ্রতিনিধিরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার এই নামের তালিকা নিয়েই নতুন গুটি সাজাচ্ছেন অভিষেক।

তফশিলি জাতিভুক্ত ১০ জন এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত ৩ জন স্থান পেয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়। উত্তরবঙ্গের তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তরা ব্যাতিত প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকবেন আজ অর্থাৎ মঙ্গলবারের বৈঠকে। এখানেই শেষ নয়। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লক থেকে কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ জন এসটি, এসসি ও ওবিসি প্রতিনিধিরাও থাকবেন। সুতরাং অভিষেক যে আরেকবার হাইভোল্টেজ বৈঠক করতে চলেছেন তা একেবারে স্পষ্ট।

ভোটযুদ্ধের লড়াইয়ের ময়দান প্রস্তুত। যুদ্ধ কৌশল স্থির। সৈনিক নির্বাচনের কাজও প্রায় শেষ। কেবল সেনাপতিদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া বাকি। মূলত সেই কাজই আজকের বৈঠকে সারতে চলেছেন তৃণমূলের যুবরাজ। কোন কৌশলে বিজেপি নাশ করা সম্ভব, কোন পন্থায় সবুজ আবির ওড়ানো সম্ভব, কি কি কাজ করতে হবে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের এই সকল বিষয়ে দিকনির্দেশ দেবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। ব্রিগেডের মেগা সমাবেশে একের পর এক চমক দিয়েছে তৃণমূল। অভিষেকের হাতে অর্পিত হয়েছে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের গুরুদায়িত্ব। সেই দায়িত্ব সামলে নিজ স্ট্রাটেজিতে আপাদমস্তক বদল ঘটাচ্ছেন অভিষেক। দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে মঙ্গলবারের বৈঠকের পর আবারও ভার্চুয়াল বৈঠকে বসতে পারেন। দফায় দফায় কাজের তদারকি এবং বৈঠকই কি তৃণমূলের বাজিমাতের আসল চাবিকাঠি? এই চাবিকাঠি নিহিত দলীয় যুবরাজের হাতেই। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে 'অভিষেক স্ট্রাটেজি' তে মন্ত্রমুগ্ধ হচ্ছে গোটা বাংলা। কোন ইস্যুকে হাতিয়ার করে ভোটপ্রচার করবে ঘাসফুল শিবির, তা নিয়ে তৎপর অভিষেক বাহিনী।

সোমবার হাবড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে জেলার পুলিশ আধিকারিকরা।

পুরসভার অদূরেই পুকুর ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ১১ মার্চ— খড়গপুর পুরসভা থেকে হাফ কিমি. দূরে ২৮ নং ওয়ার্ডের তলজুলিতে একটি পুকুর ভরাটের অভিযোগ জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই মর্মে তারা খড়গপুরের মহকুমা শাসক, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, পুরপ্রধান ও স্থানীয় কাউন্সিলরকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মলয় বেরা, বাসন্তী দাসরা জানান, তলজুলি মৌজায় ২৩৯ নং জেএলও ৭৭১ নং দাগে একটি পুকুর রয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় এক বাসিন্দা ওই পুকুরটি ভরাট করার কাজ শুরু করেছেন। মলয়বাবুদের বক্তব্য, এই পুকুরের জল এলাকার বাসিন্দারা ব্যবহার করেন। এই পুকুর ভরাট হলে এলাকায় জলের একটি উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। পুকুরকে ঘিরে তৈরি হওয়া ইকোসিস্টেম ধ্বংস হয়ে যাবে।

তথ্য দিতে না পারলে, হলফনামা দিয়ে জানাক এসএসসি: ডিভিশন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে পারল না স্কুল সার্ভিস কমিশন কর্তৃপক্ষ। উল্টে পুনরায় সময় চাইলো তাঁরা। স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিসন বেঞ্চ। এদিন বিচারপতি বলেন, 'স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে না পারলে বলে দিক। আমরা সেই ভাবেই মামলার শুনানি করার ব্যবস্থা করব। কারণ কমিশন আদালতের কোনও প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারছে না। মামলায় সহযোগিতা করতে পারছে না।' এদিন এই মামলার শুনানি পর্বে বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই মামলায় শুনানি চলছে। অথচ স্কুল সার্ভিস কমিশন কোনও তথ্য দিতে পারছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না কতদিন ধরে এই শুনানি পর্ব চলবে। কমিশন যদি তথ্য দিতে না পারে সেটা হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানিয়ে দিক। আমরা সেইভাবেই মামলা এগিয়ে নিয়ে যাব।' গত শুক্রবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার আদালতকে জানিয়েছিলেন, 'সোমবার আদালতের নির্দেশ মেনে যতটা সম্ভব তথ্য পেশ করবে কমিশন।' এদিন চেয়ারম্যান আদালতে সশরীরে হাজির থাকলেও, তাদের আইনজীবী আদালতকে জানান, 'তথ্য সরবরাহ করতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে।' কমিশনের এই ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। আদালতের কাছে ফের সময় চাইলেন কমিশনের আইনজীবী। কমিশনের ভূমিকায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিসন বেঞ্চ। 'কমিশন আদালতের কোনো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারছে না। মামলায় সহযোগিতা করতে পারছে না কমিশন', মন্তব্য ক্ষুব্ধ বিচারপতির।

আগামীকাল উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি— আগামী বুধবার উত্তরবঙ্গ সফর রয়েছে মমতার। শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এজন্য আগামীকাল, মঙ্গলবার রওনা হবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে আগামী কাল, উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় একটি প্রশাসনিক সভা রয়েছে তাঁর। তারপর উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। শিয়রে লোকসভা ভোট।

সূত্রের খবর, সেই কথা মাথায় রেখেই কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে মমতার। সেই কর্মসূচিতে প্রকাশ পাবে, গেরুয়া অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গে লোকসভা ভোটের লড়াইয়ে জিততে কী রাজনৈতিক রণকৌশল নেয়, তা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর এই উত্তরবঙ্গ সফর বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আরামবাগে তৃণমূলের প্রার্থী ভূমিকন্যা মিতালি বাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ১১ মার্চ— আরামবাগের দুইবারের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের পরিবর্তে এবারে তৃণমূল আরামবাগে প্রার্থী করল একেবারে মাটির বাড়ির বাসিন্দা সাদামাটা ভূমিকন্যা মিতালি বাগকে। যেখানে গত বিধানসভায় আরামবাগের চারটি আসনই বিজেপি দখল করে নিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা অনেকটাই আলোড়িত করেছে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকেত, সেই পরিস্থিতিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে জেনে তৃণমূল কোনও হেভিওয়েট প্রার্থী নির্বাচন করবে বলে অনেকে মনে করছিলেন। তার কিছুটা হতাশ। আবার অনেকে মনে করছেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার আরামবাগের তৃণমূল শিবিরের সমন্বয় সাধনের জন্য মিতালিকে দিয়েই বাজি মাত করতে চলেছে তৃণমূল। এখন দেখা যাক সময় কী বলে!

বছর আটচল্লিশের মিতালি বাগ পেশায় অঙ্গনওয়ারি কর্মী। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ইতিহাসের এমএ, বিএড। গোঘাটের হাজিপুর পঞ্চায়েতের দাতপুরে তাঁর বাড়ি। সাদামাটা গ্রাম্য মেয়ে হলেও রাজনীতির অঙ্গনে মিতালি নবাগতা নন। তিনি পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন এক সময়। বর্তমানে তিনি হুগলি জেলাপরিষদের সদস্যা। এছাড়া বর্তমানে তিনি গোঘাট ২ ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল কংগ্রেস পিছন দিকে তাকায় না। কবে কোথায় কী হয়েছে সে জেনে তো লাভ নাই, তৃণমূলের লক্ষ্য সামনের দিকে আগিয়ে চলা। তৃণমূল গড়তে জানে, উন্নয়নের ডালি নিয়ে মানুষের কাছে যেতে জানে। আমি অপরিচিত নই, আমাকে সবাই চেনে, দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে আছি। নির্বাচনে আমাদের হাতিয়ার উন্নয়ন। জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত।'

বিজেপি শিবিরের বক্তব্য, শক্ত ঘাঁটি পরাজয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূল বিজেপিকে ওয়াকওভার দিল। সিপিএম বলছে, এটা তৃণমূল বিজেপির সেটিং এর ফল। দেখা যাক মানুষ শেষ কথা বলবে।

লোকসভা ভোট : গাড়ি নিলে কত টাকা দেওয়া হবে, জানিয়ে দিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হলেও একপ্রকার ঢাকে কাঠি পড়েছে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ভোটের কাজের জন্য গাড়ি ভাড়া নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল রাজ্যে। কোন গাড়ি কত টাকায় ভাড়া নেওয়া হবে, তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার।

নির্বাচনের কাজের জন্য বাস-সহ অনেক যাত্রিবাহী গাড়ি নিলে মালিকদের কত টাকা করে দেবে কমিশন, তা স্থির করে দিল সরকার। জানা গিয়েছে, গত বারের নির্বাচনের তুলনায় এ বারে ভোটে গাড়ি ভাড়া ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গাড়ির সঙ্গে থাকা চালক এবং খালাসিদের জন্য খোরাকিও বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৫ শতাংশ। দিনপিছু সাধারণ বাসের ভাড়া ২৫৩০ টাকা রাখা হয়েছে। মিনি বাসের জন্য ভাড়া ঠিক করা হয়েছে ২০৯০ টাকা। এ ছাড়াও ছোট যাত্রিবাহী গাড়ির (চালক-সহ সাত জন যাত্রী) ভাড়া রাখা হয়েছে ৮৯০ টাকা। পাশাপাশি এ বছর নির্বাচনে ছোট, বড় 'ম্যাক্সি ক্যাব' নেওয়া হচ্ছে। ছোট 'ম্যাক্সি ক্যাব'-এর ভাড়া ১৩১০ টাকা এবং বড় 'ম্যাক্সি ক্যাব'-এর ভাড়া ১৫৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক ভারী গাড়িও ব্যবহার করা হবে নির্বাচনে। ট্র্যাক্টর, অটো, ই-অটোও থাকবে নির্বাচনের কাজে। সেই সব যানের জন্য ভাড়া স্থির করা হয়েছে যথাক্রমে ১৩২০ টাকা, ৫০০ টাকা, ৭৭০ টাকা। নন এসি গাড়ি পাশাপাশি কিছু এসি গাড়িও ভাড়া করা হবে বলে জানানো হয়েছে সরকারের তরফে।

১০ শতাংশ বৃদ্ধিতে খুশি নয় বাস-মিনি বাস সমন্বয় সমিতি। এই সংগঠনের পক্ষে রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওড়িশা সরকার নির্বাচনের জন্য দিনপিছু সাধারণ বাসের ভাড়া ৩৮০০ টাকা করেছে। আমাদের সরকারের কাছে আবেদন, ওড়িশা তো এ দেশের বাইরে নয়। তাই সে রাজ্যের সরকার যেখানে বাস মালিকদের অবস্থার কথা ভাবছে, সেখানে আমাদের কথাও ভাবা হোক। রাজ্য সরকারের কাছে ভাড়া আরও বাড়ানোর আবেদন জানাচ্ছি।' অন্য দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সিটি সাব-আরবান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা। তিনি বলেন, "আমরা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে পরিবহণ দফতরের আধিকারিক সৌমিত্র মোহনের সঙ্গে দেখা করে ভাড়া বৃদ্ধি করার কথা জানিয়েছিলাম। সরকার যে আমাদের কথা ভেবেছে, তাতে খুশি।'

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল বैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

তারকেশ্বর শাখা
আঞ্চলিক কার্যালয় : কলকাতা দক্ষিণ
33, এন.এস. রোড, ষষ্ঠতলা
কলকাতা - 700 001

সংযোজন-IV, [বিধি 8(1)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তারকেশ্বর শাখা**-এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর বিধি 3 এর সাথে পড়া ধারা 13 (2) এবং 13 (12)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **11ই আগস্ট 2015** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যাতে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার **মেসার্স অন্নপূর্ণা হার্ডওয়ারর্স, প্রোপ: শান্তি মোহন মাইতি**, গ্রাম ও পোস্ট: বালিপুর, থানা- খানাকুল, হুগলি-712401, **মি. শান্তি মোহন মাইতি, প্রোপ: মেসার্স অন্নপূর্ণা হার্ডওয়ারর্স**, গ্রাম ও পোস্ট হারালি, থানা- উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া-711225, **মিসেস সুপর্ণা মাইতি (জামিনদার)**, স্বামী- শান্তি মোহন মাইতি, গ্রাম ও পোস্ট- হারালি, থানা- উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া-711225, **মি. নিতাই চন্দ্র মাইতি (জামিনদার)**, পিতা- প্রয়াত কালিপদ মাইতি, গ্রাম ও পোস্ট- হারালি, থানা- উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া-711225 বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **সেন্ট ট্রেড লোন (A/c No.3223430133)**-এর অধীনে **টা.7,02,801.00/- (সাত লাখ দুই হাজার আটশো এক টাকা মাত্র)** (যা মূল অর্থ এবং তৎসহ 11/08/2015 তারিখ থেকে বকেয়া সুদের প্রতিনিধিত্ব করে) পরিমাণ এবং 12/08/2015 তারিখ থেকে সুদ ছাড়াও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী তার উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি দখল করেছেন। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, 2002-এর উল্লিখিত আইনের ধারা 13 (4)-এর, ধারা 8-এর সাথে **08 মার্চ, 2024**-এ পঠিত।

বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনও লেনদেনের জন্য **টা.7,02,801/- (সাত লাখ দুই হাজার আটশো এক টাকা মাত্র)** (যা মূল অর্থ এবং তৎসহ 11/08/2015 তারিখ থেকে বকেয়া সুদের প্রতিনিধিত্ব করে) পরিমাণ এবং 12/08/2015 তারিখ থেকে সুদ ছাড়াও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।

সারফায়েসি আইনের ধারা 13-এর উপধারা (8) এর বিধানগুলির প্রতি উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বাস্তু জমির সমস্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ যার পরিমাপ 2.25 শতক (আনুমানিক 1.36 কাঠা ..) যা খতিয়ান নং. 70-এর সাথে সম্পৃক্ত, দাগ নং. 102, জেএল নং. 113, মৌজা- বালিপুর, জেএল নং. 67, ADSR তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি, খানাকুল থানার অধীনে নিবন্ধিত। **জমিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** রবীন্দ্র গুচ্ছাইতের জমি, **দক্ষিণে:** গণেশ শাসমলের সম্পত্তি, **পূর্বে:** রাস্তা, **পশ্চিমে:** চন্দ্রনাথ মাহাতোর সম্পত্তি।

স্থান: কলকাতা অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ: 08.03.2024 সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

kotak Kotak Mahindra Bank
কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
অনলাইন ই- নিলাম সম্পদ বিক্রয়

নিবান্ধন কার্যালয়: 27 বিকেসি, C-27, G-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, পিন কোড- 400051, **শাখা অফিস:** কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 22, ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক-B এবং C, ষষ্ঠতলা, কলকাতা - 700016

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অফ ফিন্সান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002 এর ধারা 8(5) সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, 2002-এর ধারা 8(6)-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ((দের) এবং জামিনদার (দের) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে,